দৈনিক খবর

তারিখ 23 APR 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

এসএসসি পরীক্ষা

গতকাল থেকে দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের চলতি সালের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এই চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৫শ' ২৮টি কেন্দ্রে সর্বমোট ৫ লাখ ৩৯ হাজার ৯শ' ৯৯ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে বলে প্রকাশ। ঢাকা বোর্ডের অধীনে ৬টি বিদেশ কেন্দ্রসহ মোট ১৩৭টি কেন্দ্রে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৩শ' ৮৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। রাজশাহী বোর্ডে মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যাও ১৩৭। এই ১৩৭টি কেন্দ্রে অংশ নিচ্ছে ১ লাখ ২৫ হাজার ৪৯ জন পরীক্ষার্থী। কুমিল্লা বোর্ডের ১৪৯টি কেন্দ্রে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৩৪ হাজার ২শ' ৭৪ জন এবং যশোর বোর্ডের ১০৫টি কেন্দ্রে অংশ নিচ্ছে ১ লাখ ৬ হাজার ২শ' ৯২ জন পরীক্ষার্থী।

শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই জানেন এবার নতুন পদ্ধতিতে এসএসসি পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। সাধারণ গণিত ও উচ্চতর গণিত ব্যতিরেকে অন্য সকল বিষয়ে মোট নম্বরের অর্ধেক রচনামূলক ও বাকী অর্ধেক নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার জন্য ৪টি সেটের প্রশ্নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরীক্ষা হলের বেঞ্চের প্রতি সারির প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে ভিন্ন ভিন্ন ক্রমিকের পৃথক পৃথক সেট প্রশ্ন সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরীক্ষার সময়সীমা আগের মত তিন ঘন্টাই থাকবে। মোট এই তিন ঘন্টা সময়ের মধ্যে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার জন্যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ মিনিট। আর রচনামূলক পরীক্ষার জন্যে সময় দেয়া হয়েছে ২ ঘন্টা। বাকী ১০ মিনিট সময় দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র সংগ্রহ ও রচনামূলক পরীক্ষার উত্তরপত্র প্রদানের জন্যে। যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষার বিধান আছে ঐ সব বিষয়ের মোট নম্বর ৭৫-এর মধ্যে রচনামূলক অংশের মোট নম্বর থাকবে ৪০ এবং নৈর্ব্যক্তিক অংশের জন্যে থাকবে ৩৫ নম্বর। এ ক্ষেত্রে সময়ের বিভাজন করা হয়েছে নৈর্ব্যক্তিক অংশের জন্যে ৩৫ মিনিট এবং রচনামূলক অংশের জন্যে ২ ঘন্টা। মাঝে ১০ মিনিট বিরতি। এ ছাড়া কর্মমুখী শিক্ষার নৈর্ব্যক্তিক ২৪ নম্বরের জন্যে ২৪ মিনিট এবং রচনামূলক ২৬ নম্বরের জন্যে ১ ঘন্টা এবং ব্যবহারিক ৫০ নম্বরের জন্যে ২ ঘন্টা সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যে কোন ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি চালু করতে গেলে প্রথমাবস্থায় কিছু সমস্যা দেখা দেয় বৈকি। নতুন পদ্ধতির এসএসসি পরীক্ষা নিয়েও সে ধরনের সংশয় পোষণ করা অস্বাভাবিক নয়। পরীক্ষার পালা শেষ হলে এবং ফলাফল প্রকাশ পেলেই বোঝা যাবে নতুন এই পরীক্ষা পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কোথায়।

নতুন পদ্ধতির এই এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। কেউ এর পক্ষে বলেন, কেউ বলেন বিপক্ষে। আসলে এর ভালো-মন্দ দু'টি দিকই আছে। তাছাড়া কোন্ পদ্ধতিটাই বা নিষ্কলুষ এবং ত্রুটিমুক্ত! তাই বিচার করে দেখতে হবে দোষের চেয়ে গুণের ভাগটা বেশী কি-না। সবাই জানেন, পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল তথা অসদুপায় বন্ধ করার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই এসএসসি পরীক্ষায় এই নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। যারা এবার এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে তারা ক্লাশ এইট থেকেই স্কুলের বিভিন্ন পরীক্ষায় এই নিয়মে পরীক্ষা দিয়ে এসেছে। অতএব, এই প্রথমবারের মত নতুন পদ্ধতির এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তারা যে খুব অসুবিধা অনুভব করবে- আমাদের তা মনে হয় না। তবে নতুন পদ্ধতি হিসেবে কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যতটা না শিক্ষার্থীর, তার চেয়ে ঢের বেশী অভিভাবকদের। এমনকি বোর্ড কর্তৃপক্ষও এই নয়া পদ্ধতি সম্পর্কে কম সন্দিগ্ধ নন। অভিভাবকদের চিন্তা- হাজার হলেও নতুন নিয়ম। যদি উল্টাপাল্টা কিছু ঘটে যায়। বোর্ড কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ- নতুন ধারার এই পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার কাজটি তারা সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারবেন কি-না।

আসলে এবারের এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে কম-বেশী উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা সকলের মাঝেই রয়েছে। কৌতূহলও রয়েছে। আগের মত পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে গণটোকাটুকি হবে কি-না সেই কৌতূহল রয়েছে অনেকের মধ্যেই। আজকালের মধ্যেই ব্যাপারটি আঁচ করা যাবে। মফস্বল থেকে এসএসসি পরীক্ষার রিপোর্ট আসলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। ফলাফল প্রকাশিত হলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। আমরা অবশ্যই আশা করবো যে, চার বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হোক। পরীক্ষার্থীরা তাদের সাধনা এবং পরিশ্রম অনুযায়ী কাঙ্খিত ফলাফল প্রদর্শনে সফল হোক সেটাও আমাদের কাম্য। কেননা, শিক্ষা জীবনের এটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা জীবনের সাফল্য। নতুন পদ্ধতির এসএসসি পরীক্ষা তার লক্ষ্য অর্জনে কতটা সফল হবে তা সময়েই বোঝা যাবে। তবে এটা ঠিক যে, পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল বন্ধের জন্যে তথা লেখাপড়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগী করে তোলার যে মহৎ উদ্দেশ্যে পরীক্ষার এই নয়া পদ্ধতি চালু করা হয়েছে তা যদি শেষ পর্যন্ত অর্জিত না হয় তাহলে এই পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়েও শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন উঠবে।